মুজিবনগরে বেগম খালেদা জিয়ার মাগফেরাত কামনায় বিএনপির দোয়া মাহফিল

মেহেরপুরের মুজিবনগরে দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র আয়োজনে বিএনপি’র চেয়ারপার্সন দেশনেত্রী মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফেরাত কামনায় এক দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকাল ৫টায় দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র কার্যালয়ে এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আবুল হাসান এবং মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাবেদ সেনজি সহ বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

দোয়া মাহফিলে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনার পাশাপাশি দেশ ও জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি এবং কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

মুজিবনগরে বেগম খালেদা জিয়ার মাগফেরাত কামনায় ছাত্রদলের দোয়া মাহফিল

মুজিবনগরে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের আয়োজনে বিএনপি’র চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়নে অবস্থিত দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র কার্যালয়ে এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আবুল হাসান।

এসময় জেলা ও উপজেলা ছাত্রদল, যুবদল এবং বিএনপি’র বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

দোয়া মাহফিলে বিএনপি’র চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফেরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় বেগম খালেদা জিয়ার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় ছাত্রদলের দোয়া মাহফিল

চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের উদ্যোগ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)’র চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকাল সাড়ে চারটায় চুয়াডাঙ্গা ভি জে স্কুলের সামনে চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র দলীয় কার্যালয়ে এ দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের সভাপতি শাহাজান খানের সভাপতিত্বে জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)’র চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনার দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি দেশ ও জাতির কল্যাণে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের সভাপতি শাহাজান খান, সাধারণ সম্পাদক মোমিন মালিতা, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক জুয়েল মাহমুদ। আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি সাইফুল ইসলাম, হুমায়ূন কবির আকাশ, নাঈম হাসান,

শাহাবুদ্দীন আহমেদ, শরিফুল ইসলাম ছোটন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, জেলা ছাত্র দলের যুগ্ম সম্পাদক আমান উল্লাহ আমান, আরিফ আহমেদ শিপ্লব, সাদ্দাম হোসেন, শাকিল আহমেদ টুটু, সহ-সাধারণ সম্পাদক রমজান আলী ও শাহাজান আলী সান, সহসাংগঠনিক সম্পাদক তৌফিক আহমেদ ইরান, ইকরামুল হক ও রাশিদুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক খন্দকার রিজন আহমেদ, ক্রীড়া সম্পাদক বিক্রম সাদিক মিলন, স্কুল বিষয়ক সম্পাদক সাইমুম আহমেদ শান্ত, আপ্যায়ন সম্পাদক শুকুর আলী, সহযোগিতা সম্পাদক নাজমুল হাসান অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

আরও উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক কৌশিক আহমেদ রানা, সদস্য সচিব মাজেদুল আলম মেহেদী, সদর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব মাহবুবুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আকরামুল হোসেন সবুজ, ফার্স্ট ক্যাপিটাল ইউনিভার্সিটি ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক ইনতিয়ার হক স্বপ্নীল, সিনিয়র সহ-সভাপতি রিফাত উল হক, চুয়াডাঙ্গা পৌর ডিগ্রি কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি মাহমুদুল হাসান সান, পৌর ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মোস্তাফিজুর রহমান কনক, সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সাবেক আহ্বায়ক ফয়সাল ইকবাল ও জেলা সদস্য রাহাত উল হকসহ জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

ঝিনাইদহ-৪; ধানের শীষের প্রার্থী রাশেদ খানের আয় সাড়ে ৪ লাখ এবং নিজের নামে রয়েছে ৩০ভরি স্বর্ণ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহ-৪ আসনে (কালীগঞ্জ ও সদর উপজেলার একাংশ) মোট ১১ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেও শেষ পর্যন্ত ৯ জন মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।

গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পদকের পদ থেকে পদত্যাগ করে রাশেদ খান বিএনপিতে যোগদান করে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করছেন।

তার দাখিলকৃত হলফনামা বিশ্লেষণে আয় ও সম্পদের বিস্তারিত তথ্য উঠে এসেছে।

বিএনপির প্রার্থী রাশেদ খাঁন তার নির্বাচনী হলফনামায় উল্লেখ করেছেন, তার মূল পেশা রাজনীতি ও ব্যবসা। আয়ের প্রধান উৎস ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। তার এই ব্যবসা থেকে বাৎসরিক আয় ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা। তার নিজের নামে ৩০ ভরি এবং স্ত্রীর নামে ১০ ভরি স্বর্ণ রয়েছে, যা দুজনই উপহার হিসেবে পেয়েছেন বলে হলফনামায় উল্লেখ করেন।

রাশেদ খাঁনের নামে নগদ অর্থ রয়েছে ৩৫ লাখ ৪৫ হাজার ৮৭৫ টাকা এবং তার স্ত্রীর নগদ রয়েছে ৩০ হাজার টাকা। বাড়ির আসবাবপত্র ও অন্যান্য সামগ্রীসহ বর্তমানে তার মোট সম্পদের পরিমাণ ৮১ লাখ ৪৮ হাজার ৪১২ টাকা এবং স্ত্রীর সম্পদের পরিমাণ ১৭ লাখ ৭০ হাজার টাকা।

এছাড়া তার নামে মোট ৫টি মামলা রয়েছে, যার মধ্যে ৩টি চলমান এবং ২টি খারিজ হয়েছে বলে হলফনামায় উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বিএনপি’র এই প্রার্থীর হলফনামায় কৃষি জমি বা কৃষি আয়ের কোনো তথ্য উল্লেখ করা নেই।

মাসুদ অরুনের বাৎসরিক আয় সাড়ে ৪ লাখ, সম্পদ প্রায় ২ কোটি টাকা

মেহেরপুর-১ আসনের বিএনপি প্রার্থী ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুনের বাৎসরিক আয় ৪লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ ১ কোটি ৯৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জমা দেওয়া হলফনামার আয়কর বিবরণীতে তিনি এ তথ্য উল্লেখ করেছেন।

মেহেরপুর জেলা রির্টানিং কর্মকর্তার কাছে জমা দেওয়া মাসুদ অরুন হলফনামায় বিশ্লেষণ করে আরও দেখা গেছে, তার অজিত দেড় একর কৃষি জমি রয়েছে যার মূল্য ১৫ লক্ষ টাকা এবং মেহেরপুর পৌর শহরে তাঁর নামে ১২ কাঠা বাড়ির জমি রয়েছে। যে জমিতে ভবন নির্মানাধীন রয়েছে। তার মূল্য ৫০ লক্ষ টাকা। তার হাতে নগদ অর্থ রয়েছে ২৭ লাখ টাকা। যা তিনি নিজস্ব সম্পদ থেকে আয় করেছেন।

আয়কর বিবরণিতে তিনি বাৎসরিক আয় দেখিয়েছেন ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং মোট সম্পদ দেখিয়েছেন ১কোটি ৯৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা। ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে তিনি আয়কর দিয়েছেন ৫হাজার টাকা।

মাসুদ অরুনের স্ত্রী আমেনা খাতুন পেশায় শিক্ষক। তিনি শিক্ষকতা থেকে বছরে আয় করেন ৩ লাখ ১০ হাজার ৫৯ টাকা, তাঁর স্ত্রীর সম্পদের পরিমাণ দেখিয়েছেন ১৮ লাখ ৯৫ হাজার ২শ টাকা।

মাসুদ অরুনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে ৮টি মামলা হয়েছে। এর মধ্যে ৫টি মামলা থেকে অব্যহতি ও ৩টি মামলায় খালাস পেয়েছেন বলে হলফনামায় উল্লেখ করেছেন।

প্রসঙ্গত, মাসুদ অরুন ২০০১ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনয়ন নিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর পিতা মরহুম আহমাদ আলীও সংসদ সদস্য ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় বিএনপির প্রভাবশালী দুই গ্রুপের সমন্বয়; ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান

আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র দীর্ঘদিন ধরে চলমান দুই গ্রুপের সংঘাতময় বিরোধিতার অবসান ঘটার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে সমন্বয় সভা। গতকাল সন্ধ্যায় লায়লা কনভেনশন সেন্টারে বাংলাদেশ

জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর দুইটি প্রভাবশালী গ্রুপের মধ্যে সমন্বয়ের লক্ষ্যে একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভায় চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মোঃ শরীফুজ্জামান শরীফের সঙ্গে আলমডাঙ্গা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি শহিদুল কাউনাইন টিলু ওস্তাদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসিরুল ইসলাম সেলিমসহ টিলু ওস্তাদ গ্রুপের নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়াও উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের অধিকাংশ সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় আসন্ন নির্বাচনে দলীয় ঐক্য ও সংগঠনকে শক্তিশালী করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। নেতৃবৃন্দ বলেন, এই সমন্বয় সভার মধ্য দিয়ে আলমডাঙ্গা বিএনপিতে ঐক্যের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। সভা শেষে বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করেন যে, দল ঐক্যবদ্ধভাবে ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচন করে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মোঃ শরীফুজ্জামান শরীফের বিজয় নিশ্চিত করতে হবে।

গাংনীর নওপাড়ায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মাগফেরাত কামনায় মিলাদ ও দোয়া

গাংনীর নওপাড়ায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জীবনের স্মৃতিচারণ ও তার রুহের মাগফেরাত কামনায় মিলাদ মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। গাংনীর কাথুলী ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি আয়োজিত মিলাদ মাহফিলে পবিত্র কোরআন ও হাদিস থেকে আলোচনা করেন, মাওলানা মোঃ আমিরুল ইসলাম।

দোয়া অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও বিশিষ্ট বিএনপি’র প্রবীণ নেতা আব্দুর রউফ। দোয়া পরিচালনা করেন, নওপাড়া বড় মসজিদের ইমাম মাওলানা মোঃ

শফিকুল ইসলাম।

তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র চেয়ারপারসন মরহুমা খালেদা জিয়ার স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য রাখেন, গাংনী থানা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি আব্দুর রউফ, কাথুলী ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলামসহ অনেকে।

দোয়া ও মিলাদ পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতা করেন, ইউনিয়ন বিএনপি’র সাবেক প্রচার সম্পাদক কাজল ও মহিত।

দোয়া অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিএনপি’র নেতাকর্মী, সমর্থকসহ গণ্যমান্য ব্যাক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে মেহেরপুর জেলা বিএনপির শোক

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)’র চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে মেহেরপুর জেলা বিএনপি গভীর শোক প্রকাশ করেছে।

শোকবার্তায় জেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দ বলেন, বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনের এক অবিসংবাদিত নেত্রী ছিলেন। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র রক্ষায় তার অবদান ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এ সময় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান দলীয় নেতা-কর্মীদের প্রতি শান্ত ও সংযত থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এই শোকের মুহূর্তে সবাইকে ধৈর্য ধারণ করে দলের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে।

বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয়ে কোরআন খতম শেষে বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

দোয়া মাহফিলে দলীয় নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি বিভিন্ন পর্যায়ের সমর্থকরাও অংশগ্রহণ করেন। দোয়া শেষে মহান আল্লাহর দরবারে মরহুমার আত্মার মাগফিরাত এবং জান্নাতুল ফেরদাউস কামনা করা হয়।

দলের সব পদ থেকে রুমিন ফারহানাকে বহিষ্কার

দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানাকে বহিষ্কার করেছে বিএনপি।

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোটেক রুহুল কবীর রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিএনপির প্রাথমিক সদস্যসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে তাকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

সূত্র : কালের কন্ঠ।

বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে মেহেরপুরে বিএনপির শোক

বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে মেহেরপুরে গভীর শোক প্রকাশ করেছে জেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

দীর্ঘদিন ধরে ঢাকার এভার কেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে আজ মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) ভোর ছয়টার

দিকে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার মৃত্যুর খবরে মেহেরপুরজুড়ে বিএনপি নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের মাঝে নেমে আসে শোকের ছায়া।

খবর শোনামাত্রই শোকাহত বিএনপি নেতাকর্মীরা দলে দলে ছুটে যান মেহেরপুর-১ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনের কাছে। এ সময় অনেক নেতাকর্মী কান্নায় ভেঙে পড়েন। মাসুদ অরুন সবাইকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়ে শোকের কালো ব্যাজ পরিয়ে দেন।

পরে মেহেরপুর কমিউনিটি সেন্টারের সামনে শোকাহত নেতাকর্মীদের নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন মাসুদ অরুন। তিনি বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে দেশ একজন অভিভাবকতুল্য নেত্রীকে হারাল। তার অবদান জাতি চিরদিন স্মরণ করবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, আনসারুল হক, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মারুফ আহমেদ বিজন, পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, জেলা শ্রমিক দলের সভাপতি আহসান হাবীব সোনা, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।